Radio Serial Script No. 40: Major Marine Eco-systems of India and challenges.

গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপঃ সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরাম – এর পক্ষে

সত্যব্রত রায় বর্ধন

চরিত্র

অমলেশ নস্কর – ব্যবসা করেন। পড়াশুনো খুব একটা নেই। তবে ভালো মানুষ। কৌতূহলী। বয়স চল্লিশের আশেপাশে।

অরিন্দম – কলকাতায় বাস ও চাকরী। উচ্চ শিক্ষিত। বয়স ত্রিশের আশেপাশে।

মতি – সাধারণ চাকুরে, সৎ মানুষ, খুব শেখার ইচ্ছে। বয়স আনুমানিক পঁচিশ।

বাবুল – অমলেশ-পুত্র। ছাত্র ক্লাস টুয়েলভের। বুদ্ধিমান। ভালো ছাত্র।

কাশিম – নৌকোর মাঝি। খুব বিশ্বাসযোগ্য। তবে কোন কথোপকথন নেই নাটকে।

পর্ব - ১

[লঞ্চঘাট। যাত্রীদের কথাবার্তা শোনা ও ব্যস্ততা বোঝা যাবে। মাঝে মাঝে লঞ্চের ভোঁ।]

অমলেশঃ (ছেলেকে) এই বাবুল, ব্যাগ নিয়ে এগোও। সাবধানে। (স্ত্রীকে) আরে তুমি দাঁড়িয়ে কেন? এগিয়ে যাও বাবুলের সাথে। (স্ত্রী কিছু বলতে গেলেন) আরে ঠিক আছে, বাকি সব আমি দেখছি। (স্বগতোক্তি) মতিকে আসতে বলেছিলাম। সে শ্রীমান গেল কোথায়? আমদের সাথে যাবে। তাকেও তো দেখছি না।

বাবুলঃ বাবা, ওই যে কাশিম কাকা। (উচ্চকণ্ঠে) কাশিম কাকা, ও কাশিম কাকা, এই যে আমরা এদিকে।

[নৌকোর মাঝি কাশিম। এগিয়ে এলো।]

অমলেশঃ আরে কাশিম, সব খবর ভালো তো? শোন তুই দিদি আর খোকাকে নৌকোতে নিয়ে গিয়ে ওঠ। আমি আসছি। সাতটা জিনিষ আছে। গুণে দেখে নে। (স্ত্রীকে বললেন) তুমি খোকা নিয়ে এগোও।

বাবুলঃ বাবা, আমি তোমার সাথে থাকি? মতি কাকা আসে নি এখনও। তুমি একা থাকবে?

অমলেশঃ এই তোমাদের দোষ খোকা, আমি একা থাকলে অসুবিধা কি? ওদিকে মা যে একা থাকবে সেটার কি?

বাবুলঃ (একটু অনুরোধের সুরে) থাকি না বাবা। মায়ের সাথে তো কাশিম কাকা থাকছে।

অমলেশঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে। তবে এদিক ওদিক যেও না, কাছে কাছে থাকো।

[কাশিম বাবুলের মাকে জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল। অরিন্দম এগিয়ে আসবে অমলেশদের দিকে। তা দেখে অমলেশ বলবে]

অমলেশঃ আমাকে কিছু বলছেন?

অরিন্দমঃ (অমলেশকে) মাফ করবেন, বিরামপুর লাটে যাবার লঞ্চটা কোথা থেকে ছাড়বে?

অমলেশঃ (অবাক হয়ে) বিরামপুর লাট? বিরামপুর লাটে কার বাড়ি যাবেন?

অরিন্দমঃ বিনয় মিশ্র। অধ্যাপক বিনয় মিশ্র। অধ্যাপনা করতেন। চেনেন?

অমলেশঃ দেখো কাণ্ড! এক নম্বর, আমরাও বিরামপুর লাটেই যাচ্ছি। দুই নম্বর, মিশ্রবাবু আমার বাড়ি থেকে খুব বেশি হলে দুশ হাত দূরে থাকেন।

অরিন্দমঃ আপনি কি বিরামপুর লাটেই থাকেন?

অমলেশঃ না, না, আমি থাকি সোনারপুরে। ওখানেই এই আর কি ছোটো মতো একটা ব্যাবসা আছে। মাথা গোঁজার মতো একটা ঠাই করেছি। বিরামপুর লাটে আমাদের পৈত্রিক ভিটে। (অরিন্দমকে এবার একটু যেন মেপে নিয়ে) তা, আপনার আগমনের হেতু?

অরিন্দমঃ অধ্যাপক মিশ্রের কাছে আমি পড়িনি। ভালো কথা, আমি অরিন্দম গুহ। কলকাতায় জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে আছি।

অমলেশঃ অ, আমি অমলেশ নস্কর। এটি আমার ছেলে বাবুল। বারো ক্লাসে পড়ে। তা বিনয়বাবুতো লেখাপড়া জগতের লোক?

অরিন্দমঃ শুধু লোক নন। তাঁর বিষয়ে, বলা ভালো আমি যেটুকু লেখাপড়া করেছি, আর সেই দৌলতে চাকরী করি, সব কিছুতেই আমি তাঁর কাছে ঋণী।

অমলেশঃ কেন, কেন? ওরকম কেন বলছেন?

অরিন্দমঃ কারণ, জুলজি বা প্রাণীবিদ্যায় ভারতে যে চার কি পাঁচ জন শেষ কথা বলতেন বা বলতে এখনও পারেন তার মধ্যে অধ্যাপক মিশ্র একজন।

অমলেশঃ (অবাক হয়ে) তা-ই! পণ্ডিত মানুষ তা জানি। তবে আপনি যা বলছেন তা তো বিশাল ব্যাপার। তাই না? তো আপনাকে নেমন্তন্ন করেছেন ?

অরিন্দমঃ ঠিক তা নয়। এমনি যোগাযোগ আছে। তবে রিসেন্টলি মেরিটাইম ইকোসিসটেম বা বলতে পারেন সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র নিয়ে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। ভারত সরকারের সাথে আলোচনার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি। স্যারের পরামর্শ দরকার আমাদের। যোগাযোগ করতে বললেন, চলে এসো। কথা বলা যাবে আবার একবার বেড়িয়ে যাওয়াও হবে। সামনা-সামনি পরিচয় নেই। টেলিফোনেই যা কথাবার্তা ।

অমলেশঃ তাই বলুন। বেশ করেছেন। তো আপনার ঐ কি যেন বললেন সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র। সেটা আবার কি? কি ঘটেছে ? আয়লা ফায়লা নয় তো মশাই। সাত আট বছর হোলো। বাপের পুণ্যিতে বিরামপুর লাট তবু খানিকটা বেঁচে গেল।

বাবুলঃ (কৌতুহলী স্বরে) বাস্তুতন্ত্র কি আমি জানি কাকু। ক্লাসে পড়েছি। বলব ? (অপেক্ষা না করে) বাস্তুতন্ত্র মানে একটা সিস্টেম। প্রণালী। সমস্ত জীবগোষ্ঠী আর তার চারপাশের নির্জীব পরিবেশ একসাথে ক্রিয়াশীল থাকে। এই বাস করবার পরিবেশগত সিস্টেম বা প্রণালীকে বাস্তুতন্ত্র বলে। ঠিক বললাম কাকু?

অরিন্দমঃ (খুব খুশি ও অবাক) চমৎকার। একেবারে ঠিক। (এরপর অমলেশবাবুর দিকে ঘুরে) না, আয়লা নয়, তবে এক হিসেবে তার চাইতে ভয়ঙ্কর। আয়লা তো আপনি চোখে দেখেছেন। খুব ক্ষতি হয়েছে। সব ঠিক। এ আস্তে আস্তে ক্ষতি করছে। এবং সেই ক্ষতির জন্য আমরাও দায়ী।

অমলেশঃ বলেন কি! আমরাও দায়ী! কি রকম, কি রকম?

অরিন্দমঃ ধরুন না সুন্দরবন তো আপনার দেশ? বলুন তো আপনার ছোটো বেলায় নদীতে কুমীর, কামট, কত রকমের কাঁকড়া, কত রকমের মাছ চিংড়ি, ইলিশ, টেপা, ভোলা ইত্যাদি আপনি দেখেছেন। খেয়েছেনও। এখন পান? পান না তো?

বাবুলঃ ঠিক, ঠিক কাকু। দাদু বলেন এক কেজিতে আটটা গলদা আর এমন চার কেজি মাছ ঠাকুমা একবারে রাঁধতেন দাদুর জন্য।

অমলেশঃ বাবার আর কাজ নেই, তোকে এসব বলেছেন? তবে হ্যাঁ, খুব পাঙাশ আর আড় মাছ খেতাম আমি।

অরিন্দমঃ বাবুলবাবু তোমার সেই বাস্তুতন্ত্র এই সুন্দরবনেও আছে। সেটার যেমন ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে এখনও, তেমনই সমুদ্রের যে বাস্তুতন্ত্র তারও ক্ষতি হচ্ছে। গোটা পৃথিবীর সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র আজ বিপদের মধ্যে। অথচ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ওই বাস্তুতন্ত্র কতো কিছু দিচ্ছে।

অমলেশঃ (দূরে মতিকে দেখতে পেয়ে) ওরে ও মতি, ইদিকে, ইদিকে আমরা। (অরিন্দমকে) ওই মতি এসে গেছে। আমাদের বিরামপুর লাটের লোক। ডায়মন্ডের দিকে কি একটা চাকরী করে। আমাদের সাথেই যাবে। খেয়াল রাখবেন, কথা একটু বেশি বলে। (মতি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে)। কীরে তুই কোথা ঘুরছিস?

মতিঃ আমি তো সে ভোর ভোর চলে আলাম। নৌকোতে একটুকুন ঘুরেও আসেছি। আপনাদের লেগে দাঁড়ায়ে আছি ঘন্টা দুই।

অমলেশঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে বাপু। (তারপর অরিন্দমকে) বিরামপুর লাটের লঞ্চ ছাড়বে ওই ঘাট থেকে। তা ভীড়ের মধ্যে আপনি কি যেতে পারবেন? আমার বাড়ীর নৌকা আছে। আমরা তো তিনজন, সাথে মতি আর কাশিম মাঝি। আপনিও জুটে যান। কি আপত্তি আছে স্যার?

অরিন্দমঃ না, না, আপনাদের আবার অসুবিধে হবে। আমি বরং.....

বাবুলঃ (আদুরে গলায়) চলুন না কাকু আমাদের সাথে। খুব মজা হবে।

মতিঃ (অরিন্দমের কথা ধরে) অসুবিদে কি বলেন স্যার। অতবড় নৌকো। ম্যাশিনে চলে। মনিষ্যি তো পাঁচ জনা। ভাঁটির টানে উড়ি উড়ি যাবেনে। দ্যান দিকি ব্যাগখান।

অরিন্দমঃ ঠিক আছে আপনারা যখন বলছেন, চলুন যাই নাহয় একসাথে।

অমলেশঃ চলুন শুধু নয়, আপনি তো আজ ফিরতে পারবেন না কোনও ভাবেই। আমাদের বাড়িতেই থাকবেন দু-চারদিন কষ্ট করে।

বাবুলঃ (আদুরে গলায়) দারুন হবে কাকু। চলুন কাকু, চলুন।

অরিন্দমঃ (শশব্যস্ত হয়ে) আরে না না। চারদিন না, চারদিন না। খুব বেশি হলে কাল। পরশু আমাকে ফিরতেই হবে। কিন্তু ফেরবার সময় .....।

মতিঃ আজ্ঞে, আমারেও ফিরতি হবে পরশু। আমিও ফেরবো। একসাথেই ফেরবো। আপনারে আমি এহানে কইলকাতার বাসে তুলি দেবানে।

অমলেশঃ অরিন্দমবাবু আমরা একটু অপেক্ষা করি। ফেরীর ভীড়টা কেটে যাক। আজ যেন ভীড়টাও বেশী। কীরে মতি।

মতিঃ হ্যাঁ গো দাদা। বোশেখ মাসের শেষ মঙ্গলবার বনবিবির পুজো হয় যে। যাদের বাড়ীতে বনবিবির থান আছে তারা করে।

অরিন্দমঃ (মতিকে) তুমি, আপনি কোথায় চাকরী করেন?

মতিঃ আজ্ঞে, আমারে তুমি ডাক দিয়েন। সে বাবু অনেক দূর। বকখালি, নাম শুনেছেন? আমি বাবু বকখালিতে এট্টা হোটেলে কাজ করি।

অমলেশঃ (তাড়া দেন) মতি তোরা নৌকোতে উঠে যা। দেখিস সাবধানে যাস। বাবু নোতুন লোক। আমি একটু বাজার ঘুরে আসি। যাবো আর আসব।

মতিঃ কোথাও যাতি হবেনে দাদা। আপনের দেরী দ্যাখে আমি কিলো দুই দানাদার আর গে কিলো দুই পাঙাশ আর খানিকটে বাগদা উঠায়ে আনিছি। নৌকোতে কাশিম বুঝায়ে রেখেছে।

অমলেশঃ (খুব খুশি হয়ে) চাকরী করে তোর মাথা খুব সাফ হয়েছে রে মতি। বিচার বিবেচনা করতে শিখেছিস দেখছি।

মতিঃ (লজ্জিত স্বরে) কী যে বলেন দাদা। আপনাদের খায়ে পরে বড় হলাম। (অরিন্দমকে বলে) এনাদের গেরামেই আমার বাস। নাম মতি সামন্ত। পূর্বে আজ্ঞে সর্দার ছেল। তো মালিকের বৌ বললে, ডাকাতি করতে নাকি। সামন্ত হও। বললে, সামন্ত মানে মোড়ল। মায়ের মত মানি তারে। তো বাবু সামন্ত হয়ে গেলম।

অমলেশঃ এখন থাক বাকীটা মতি। চল নৌকোতে। তোর দিদিকে কাশিম উঠিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে। (অরিন্দমকে বলেন) চলুন এবার এগোই। এটা না, অন্য ঘাটে যেতে হবে। এটা ইজারা ঘাট। প্রাইভেট নৌকা লঞ্চ সব ওধারের ঘাটে।

মতিঃ আপনে দাদা ভাবেন নি। কাশিম নে গেছে দিদিরে। গুছোয়ে বসিয়েছে ব্যাগ বাগিচা। ভাঁটার টান দিলো দাদা। তা ঘন্টা তিনেকের মাঝে বিরামপুর লাটে ভিড়ে যাবো গো।

[লঞ্চঘাটের কোলহল খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসবে। যাত্রীরা নৌকো, লঞ্চে উঠে গিয়েছে। অমলেশবাবুরা এগিয়ে গেছেন। একটা দ্রুত লয়ে সুর বাজবে]

পর্ব – ২

[নৌকোতে সবাই গুছিয়ে বসেছেন। বাড়ীর নৌকো তাই খুব সাজানো গোছানো। বড় ছই। ভেতরে অমলেশবাবুর স্ত্রী। কিছুটা ছই-এর ভেতরে, কিছুটা বাইরে এমন একটা জায়গা ধরে শুকনো খড়ের ওপর শতরঞ্জি পেতে বিছানা। অমলেশবাবু, অরিন্দমবাবু, বাবুল ও মতি বসে। কাশিম নৌকোর হালে। মেশিনের হালকা শব্দ চলবে।]

বাবুলঃ বাবা মা বলছে চা দেবে? ঠাকুমা দুটো ফ্লাস্কে চা করে পাঠিয়েছেন।

অমলেশঃ বর্তে দেব বাতাসা, তার আবার জিজ্ঞাসা ! সেই কোন ভোরবেলা উঠেছি। এক কাপে হয়? কি বলেন মশাই ?

অরিন্দমঃ বাব্বা, আপনাদের সাথে দেখা তো একেবারে সোনার খনি পাওয়া।

[বাবুল চা নিয়ে এসে হাতে হাতে দিল। মেশিনের হালকা শব্দ একটু শোনা যাবে।]

অমলেশঃ (একটা লম্বা শব্দ করে চায়ে চুমুক দিয়ে) আঃ, মায়ের হাতের চা মশাই, টেস্টই আলাদা। (তারপর দূরে দেখিয়ে বলবেন) ওই যে গোসাবা। খুব বর্ধিষ্ণু জায়গা।

অরিন্দমঃ তাই? শুনেছি পুরনো নাম গুয়াসাবা। ওই নামে একটি নদীর পারে ওই জনপদ। পরে নাকি গোসাবা লোকমুখে হয়েছে।

মতিঃ আমিও শুনেছে এটা বাবু।

বাবুলঃ (চেঁচিয়ে উঠে) ওই দেখুন, ওই যে ওদিকে একটা শুশুক। ওই যে আরও একটা।

অরিন্দমঃ বাবুল এই শুশুকও কমে যাচ্ছে। নদীতে সমুদ্রে সর্বত্র।

মতিঃ তা তেলির বৌ আর কতদিন নুকোবে বলুন।

অমলেশঃ তেলির বৌ? সে আবার তোকে কে বলল? তোর বকখালির মা?

মতিঃ না দাদা, হেতাকার কথা গো। এক তেলির বৌ একা নাইতেছেল নদীতে। তার ভাসুর এল। সেও নাইবে। তো ভাসুররে দেখি তেলির বৌ গায়ের কাপড় টানতি গ্যালো। পারলে না। ভেজা কাপড় যে গো। তা তেলির বৌ নজ্জা ঢাকতি দেলে জলে ঝাঁপ। ভুস করি মাথা উঠয়ে দ্যাখে ভাসুর আছে না গ্যাছে। সেই থেকে তেলির বৌ ভুস করি ওঠে আর ডোবে। ভাসুর আছে না গ্যাছে দ্যাখে।

(সবাই হেসে উঠল হো হো করে)

বাবুলঃ কাকু সেই সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র হোক এবার।

অমলেশঃ (বেশ একটু গম্ভীরভাবে) না অরিন্দমবাবু, কথাটা আপনি ঠিক বলেছেন। দোষ আমাদেরও আছে। এই যে ধরুন নৌকোতে মেশিন লাগিয়েছি, ডিজেল দিয়ে ওটা চালাই, তাতে আমাদের অনেক সুবিধে। পরিশ্রম অনেক কমে গেল। তবে নদী খালের জলে যে তেল পড়ছে সেই বেলা? আর কাজটাও বেআইনি।

বাবুলঃ জানেন কাকু, গত বছর আমরা জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসে চার বন্ধু মিলে একটা প্রোজেক্ট করেছিলাম। বিরামপুর লাটসহ আরও দুটো খাল থেকে দশটি করে মাটি আর জলের নমুনার সাথে সোনারপুরের দুটো খাল পাড়ের মাটি আর জলের নমুনা স্কুলের ল্যাবে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলাম দূষণের মাত্রা।

অরিন্দমঃ জানেন অমলেশবাবু, সমুদ্র তো প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উপকূলবর্তী উৎস থেকে সমুদ্রে দূষণ ঘটায় এমন জিনিষের মিশ্রণ, জাহাজ ট্রলার লঞ্চ এই সব পরিবহণের মাধ্যমে সমুদ্রের ব্যবহার, এমন কি সমুদ্র থেকে আমরা যে তেল তুলি তার কারণেও সমুদ্রের জল খুব দূষিত হয়।

বাবুলঃ আচ্ছা কাকু এই যে মন্দারমণি, দীঘা বা ধরুন পুরীতে সমুদ্রের কাছে হোটেল বা আন্যান্য বাড়ি বানানো হচ্ছে এতেও তো সমুদ্রের জল দূষিত হবে ?

অরিন্দমঃ এক্সেলেনট মাই বয়। হবে না, হচ্ছে। এবার শোন সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রর কথা। আচ্ছা তার আগে সাধারণ জ্ঞানের দিক থেকে একটু বলে নিই। পৃথিবীর তিন ভাগ জল একভাগ স্থল তা আমরা সবাই জানি। পৃথিবীর জলজ বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র সবচাইতে বড়। সমুদ্র আমদের যত অক্সিজেন প্রয়োজন বায়ুমণ্ডলে তার অর্ধেকের বেশি সরবরাহ করে। শুষে নেয় কার্বনডাইঅক্সাইড।

বাবুলঃ ওরে বাবা !

অরিন্দমঃ এবার বলতে পারবে বাবুলবাবু আমাদের মেরিন কোস্টলাইন বা ধর সমুদ্রের পাড় ধরে যদি হাঁটি তাহলে কতটা পথ হাঁটতে হবে? পুরো ভারত কিন্তু।

বাবুলঃ উরে বাবা, ভাবাই যায় না।

মতিঃ তা বলতি পারবো নাই। তবে ইখান থে সাগর দ্বীপ আশি নব্বই কিলোমিটার হবেন।

অরিন্দমঃ গুজরাত থেকে আমাদের সুন্দরবনের শেষ পর্যন্ত এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ এসব ধরে মোটামুটি সাত হাজার পাঁচশ কিলোমিটার। এর মধ্যে দুই হাজার একশ মতো আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপের উপকূল। আর এই পথ হাঁটলে আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর পড়বে। গুজরাত থেকে মহারাষ্ট্র, কেরালা, গোয়া, কর্ণাটক, তামিলনাদু, অন্ধ্র, উড়িষ্যার পর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এই রাজ্যগুলো ছুঁয়ে আসতে হবে। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ এসব ধরতে হবে। ঠিক আছে?

অমলেশঃ (অবাক সুরে) তাই! জানি না তো এত!

অরিন্দমঃ বাবুলবাবু, সেই সাথে আমরা জেনে নেব বায়োডাইভারসিটি ইংরেজি এই শব্দ বলতে কি বুঝবো?

বাবুলঃ কেন কাকু? বায়ো মানে তো জীব। আর ডাইভারসিটি মানে নানা রকম! নানা রকম জীব?

অরিন্দমঃ ইয়েস স্যার, জীববৈচিত্র। আবার তুমিই বলেছ সমস্ত জীবগোষ্ঠী আর তার চারপাশের নির্জীব পরিবেশের একসাথে বাস করবার সিস্টেম বা প্রণালীকে বাস্তুতন্ত্র বলে। ঠিক ? তাহলে আমরা দুটো দরকারি কথা পেলাম। জীববৈচিত্র আর বাস্তুতন্ত্র। ঠিক কিনা ?

বাবুলঃ একদম ঠিক কাকু। (তারপর ছইয়ের ভেতরের দিকে তাকিয়ে বলল) মতিকাকা দেখতো মা ডাকছে কেন ? (তারপর বুঝতে পেরে বলল) বাবা মা খাবার দেবে কিনা জানতে চাইছে ।

মতিঃ (একটু স্বর তুলে) দিদি আসতেছি গো। (স্বর নামিয়ে) আমি খাবার নে আসি। বাবু আপুনিরা একটুকুন মুখে জল দ্যান আস্তে।

অমলেশঃ (হাত বাড়িয়ে জলের জেরিকান নিয়ে বলেন) এই নে খোকা জলের জেরিকান। বুঝলেন অরিন্দমবাবু আমার মায়ের সব দিকে নজর। খাবার জলও মজুদ নৌকোতে।

অরিন্দমঃ সে আমি আগেই বুঝেছি অমলেশবাবু। মায়ের ছেলেকে দেখেই। তা না হলে চেনা নেই, জানা নেই আমার মতো অপরিচিত লোককে এক কথায় যিনি অতিথি করে নিয়ে যেতে পারেন, তো আপনার মা তো আপনার মতই হবেন।

[শুনে অমলেশ ও বাবুল দুজনেই হোহো করে হেসে উঠবে। মতি এর মধ্যে কলাপাতা দিয়ে তৈরি থালায় দুই থালা খাবার নিয়ে আসে। সে ভাবে তাকে নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছে]

মতিঃ আমি আবার কী করলম? আমি তো খাবার আনিসি। বলেই তো গেলুম।

অমলেশঃ তোকে নিয়ে নারে পণ্ডিত মশাই। (অরিন্দমকে বলবেন) এই যে স্যার দেখুন কলাপাতা দিয়ে তৈরি থালা। যতদূর পারি প্লাস্টিকের থালা ব্যবহার করিনে আমরা। দুই আস্তর পাতা দিয়ে থালা বানিয়ে নিই। আর এসব করতে উৎসাহ দিল কে? (অরিন্দমের মুখের দিকে একটু অপেক্ষা করে) হু হু কে আবার ওই আপনার মাস্টারবাবু বিনয় মিশ্র। আমদের বিনয়দাদা।

অরিন্দমঃ (একটা গাঢ় স্বরে) সত্যি বলছি অমলেশবাবু প্রায় গোটা ভারত আমি চষে বেড়িয়েছি। সুন্দরবনেও এসেছি অনেকবার। এমন আনন্দ কক্ষনো পাইনি।

মতিঃ (কি বুঝল সেই জানে) আনন্দর কি দ্যাখলেন বাবু, আমার হাতে কেনা দানাদার খান, মায়ের হাতের গজা খান আর বাড়ি বসে বসে তেনার বানানো পাঙাশ মাছের পাতুরি খান, বাবা লিশ্চয় চাপা-চিংড়ি আনা করিয়েছেন নাতির জন্যি আর মা তা দে বড়া বানায়েছে তা খান, তবে তো আনন্দ পুরাপুরি হবেন আজ্ঞে।

[সবাই হেসে উঠল। খেতে খেতে আলোচনা চলবে]

অরিন্দমঃ তো বাবুল ভারতে ম্যানগ্রোভ বা বাদাবন বাস্তুতন্ত্র, এসচুয়ারাইন বা মোহানা বাস্তুতন্ত্র, কোরাল-রিফ বা প্রবাল-প্রাচীর বাস্তুতন্ত্র, লেগুন বা উপহ্রদ বাস্তুতন্ত্র আর কোস্টাল বা উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র, এই মোটামুটি পাঁচটি বাস্তুতন্ত্র, যার সাথে সমুদ্রের যোগ আছে, তা আমরা দেখি।

বাবুলঃ ম্যানগ্রোভ বা বাদাবন বাস্তুতন্ত্রের মাঝেই তো আছি।

অরিন্দমঃ তা ঠিক। আমরা আমাদের বাদাবনে কত রকমের মাছ, পশুপাখি, উদ্ভিদ পাই তাই না ? কত নদী, রায়মঙ্গল, সাহেবখালি, বিদ্যা, হোগল, সজনেখালি, দুর্গাদুয়ানি, মাতলা আরও কত। কী বিশাল জীববৈচিত্র এখানে। ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র আমরা আরও পাই গুজরাত অন্ধ্র প্রদেশ, উড়িষ্যার ভিতরকনিকা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এবং মালাবার ও কোঙ্কণ উপকূলে। এটা খেয়াল রেখ।

মতিঃ সেতো বটেই। তো আমাদের ধরুন গে মাছ। টেপা, ইলিশ, ভেটকি, পার্শে, ফ্যাসা, বাঁশপাতা, সাতহেতে, কাইন, কাঁকড়া, কচ্ছপ আরও কত। বাঘ ছাড়া চিতল, শুয়োর, বাঁদর, সাপ। জলে কুমীর গাছে মধু। আগে শুনেছি বুনো মোষ, গণ্ডারও ছেল। ছেল গেমো, বাইন, গরান, গর্জন, কেওড়া, সুঁদরি, হেঁতাল হোগলাবন। তো সেই দিন কি আছে বাবু? নাহলি ভাবেন তো, এখন মাতলা নদীতে ভাঁটির বেলা লঞ্চ চলাচল করতি পারেনা।

অমলেশঃ শুনেছি সুন্দরবনের মতো এমন নদী-নালা ঘেরা স্থান খুব কমই আছে। তবে এরকম চললে নদীগুলোতে জলের প্রবাহ কমে গেলে মিষ্টি জলের যোগান কমে যাবে। অতিরিক্ত লোনা জলে জলজ প্রাণীদের বাঁচা কষ্টকর হয়ে উঠবে ? আপনি কি বলেন ?

অরিন্দমঃ অবশ্যই। ভারতে চোদ্দ-পনেরটা বড়, চুয়াল্লিশ-পয়তাল্লিশটা মাঝামাঝি সাইজের আর একশ ষাট-বাষট্টিটা নদী এসে মেশে মোটামুটি তিপ্পান্নোটা এসচুয়ারাইন বা মোহানা বাস্তুতন্ত্রে। এই বাস্তুতন্ত্র নানান রকমের মাছের আর জলজ প্রাণীর স্বাভাবিক আঁতুড় ঘর। কিন্তু যেভাবে নদীগুলোতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, যেভাবে মাছের পোনা, প্রাণীর বাচ্চা বেহিসেবীভাবে তুলে নেওয়া হচ্ছে, মোহানায় সব রকমের দূষণ বাড়ছে, তাতে এই অপূর্ব বাস্তুতন্ত্র কতদিন বজায় থাকবে বলা মুস্কিল।

বাবুলঃ উপায় তা হলে ? এতো কাকু আমাদের সম্পদ ! একে তো আমরা হারাতে পারিনা।

অরিন্দমঃ ঠিক কথা বাবুল। আমাদের সম্পদ, আমাদেরই বাঁচাতে হবে। ভারত সরকার, রাজ্য সরকার নানান আইন করছেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনেরা লাগাতার প্রচার করছে।

মতিঃ আমাগেরো করতি হবে বাবু। শোনেন এক লাটকের কতা। হোটেলে কইলকাতা থিকা তিনখান মদ্দা আর দুই খান মেইয়ে আলো বকখালি। মা বুললেন বাবা মতি নেকাপরা জানা মানুষ। একটুকুন দেখিস, ওসুবিদে যেন ওঁয়াদের না হয়। তা ওঁয়াদের হলনি। আমার হলো। মদির আর জলের বোতল কাঁড়ি কাঁড়ি নে যাবে চান করতি। সব ফেলি আসবেন সুমুদ্দরের পাড়ে। তো আমি কলাম, বোতল আমি গুণে নেব। যাবার

সময়, আবার ফিরলি। তো রাগে কাঁই। এক্কেরে ফুটতেছে। আমি কলাম পুলিস ডাকি। সুমুদ্দরের পাড়ে পেলাসটিকের বোতল, মদির বোতল ফ্যালা করবেন। পুলিস সুনে ল্যাজ গুটোলো বাবুরা।

অরিন্দমঃ এবার কোরাল-রিফ বা প্রবাল-প্রাচীর বাস্তুতন্ত্র। মান্নার উপসাগর, পক প্রণালী, গুজরাতের কচ্ছ, আন্দামান ও লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ – এই হোল কোরাল-রিফ বা প্রবাল-প্রাচীর বাস্তুতন্ত্রের বাসস্থান। দুশ রকমের ওপরে প্রবাল আছে আমাদের। আর এই প্রবাল আমরা সিমেন্ট, চুন ইত্যাদি উৎপাদনে ব্যবহার করি। মানি মানুষের প্রয়োজনে, তবে এমন ভাবে আমরা এই প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে আনছি, তার সাথে দূষণ, সমুদ্রের তটভূমির ক্ষয় ও আরও নান কারণে এই অমুল্য বাস্তুতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি আমরাই করে চলেছি।

অমলেশঃ (একটু গলা ঝেড়ে) এবার এক রাউন্ড চা হবে নাকি অরিন্দমবাবু?

বাবুলঃ বাবা, মায়ের নজর ঠিক আছে। মতিকাকাকে ইশারা করে ডেকে ওই যে চায়ের ফ্লাস্ক এগিয়ে দিয়েছে।

[চা খাবার শব্দ। নৌকোর ইঞ্জিনের শব্দ। একটা হালকা সুর বাজবে।]

অমলেশঃ উঃ বাব্বা মাথাটা একটু ছাড়ল। জীববৈচিত্র, বাস্তুতন্ত্র, অমন গেরামভারি কথা আর নিজেদের পায়ে নিজেদের কুড়ুল মারার কাহিনী শুনে তো কীরকম একটা ঘোর এসে গেল অরিন্দমবাবু।

অরিন্দমঃ ঠিক বলেছেন। আমরা তো দিনরাত এই নিয়ে পড়ে আছি। ফিল্ড ভিজিটে যাই, নিজের চোখে দেখি কিভাবে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারছি। মানুষের লোভ কোন উচ্চতায় গিয়েছে, স্রেফ টাকার জন্য ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা নানান দূষণ ঘটাচ্ছে। সাধারণ মানুষ মুখ গুঁজে আছে উটের মতো। একেক সময় খুব হতাশ লাগে।

বাবুলঃ কাকু একটা কথা। আমি কিন্তু বাড়ীতে বসে বিকেলে সব নোট নেব। যেখানে আটকে যাবে আমাকে একটু হেল্প করতে হবে আপনাকে।

অরিন্দমঃ অবশ্যই। তোমাদের সোনারপুরের ঠিকানা দিও। কোলকাতা থেকে একটা বই পাঠিয়ে দেব। যা বলছি সব বুঝিয়ে বলা আছে ওতে।

মতিঃ বাবু এবার আবার বলা করা হোক। মনে হচ্ছে আরও এগুতে হবেন।

অরিন্দমঃ ঠিক মতি আরও এগুতে হবেন। লেগুন বা উপহ্রদ বাস্তুতন্ত্র আর কোস্টাল বা উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র। এই দুটো এবার জানবো আমরা। তা লেগুন কাকে বলে বাবুলচন্দ্র?

বাবুলঃ যে হ্রদের সমুদ্রের সাথে যোগ আছে, যার জল একটু লোনা, তাকে লেগুন বা উপহ্রদ বলে। যেমন উড়িষ্যার বিখ্যাত চিল্কা একটা লেগুন বা উপহ্রদ।

অমলেশঃ হু হু বাবা, বেড়িয়ে নিয়ে এসেছি যে আর বছর।

অরিন্দমঃ বাবুলবাবু ভারতের কোস্টলাইন বা সমুদ্রতীর ধরে কেউ যদি একটি পাক মেরে আসে তো সে এই সতের-আঠারটা বড় বড় লেগুন পাবে। আর দুঃখের হলেও সত্যি এই মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে সব কয়টি আজ বিপন্ন। সব রকমের দূষণ, তা কলকারখানা, শহরের আবর্জনা যার থেকেই হোক। এছাড়া, বিনোদনের জন্য লেগুনে নৌকো বাওয়া হোক, লেগুনের অংশ বুজিয়ে শহর এমন কি গ্রাম বড় করা,

কোন কিছুর পরোয়া না করে বেহিসাবি মাছ ধরা বা লেগুনে মাছের চাষ করাই হোক, মানুষই আজ ওই লেগুনের বড় শত্রু।

মতিঃ এটা বাবু ঠিক কথা, মানুষই আজ বড় শত্তুর। বকখালির কাছেই ফ্রেজারগঞ্জো। সিজিনে মণ মণ মাছ আসে তথায়। এখন আর নৌকাতে শানায় না। টেলার না কি। সে এক্কেরে নাকি সমুদ্দর ছেঁচে মাছ আনেন গো।

অরিন্দমঃ বাকি কোস্টাল বা উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র। নাম শুনেই বোঝা যায় এই বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিসটেম সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের গল্প। জেনে রাখো সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র আর স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রকে আমরা উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র বলি। ভারত মহাসাগরে দক্ষিণ-পশ্চিম আর উত্তর-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে মোটামুটি পূর্ব উপকূলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উন্নত ধরণের যন্ত্র ব্যবহার করে হাজার হাজার টন মাছ ধরা হয়।

বাবুলঃ আচ্ছা কাকু, প্ল্যাস্টিক শুনেছি সামুদ্রিক দূষণের একটা কারণ ?

অরিন্দমঃ অবশ্যই, কোন সন্দেহ নেই। মাছ ধরবার নাইলনের জাল, প্ল্যাস্টিকের থলি, ফিতে, বোতল এবং অন্যান্য জিনিষ সমুদ্রে ফেলা হয়, নদীতে ফেললে, এতো আর মাটির হাড়ি নয় যে একদিন না একদিন গলে যাবে। ভাসতে ভাসতে যাবে আর সামুদ্রিক প্রাণী খাবার ভেবে ওগুলো খাবে। হজম হবে না। পেটে জমবে। তার পর মরে যাবে। কেরালার কোচিতে একটা বিশাল মাছের পেট কেটে তিন কিলো প্ল্যাস্টিকের থলি আরও কি সব বেরিয়েছিল আমার সামনে।

মতিঃ বাবু তালে বকখালিতে সুমুদ্দরের পাড়ে পেলাসটিকের বোতল, মদির বোতল ফ্যালা করতি না-দে একটা কামের কাম করেছি বলেন ?

অমলেশঃ ওরে মতি বাবুরে বল একটা সার্টিফিকেট লিখে দিতে। তোর বকখালির মা-রে দেখাস।

অরিন্দমঃ অমলেশবাবু, সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র আর তার জীববৈচিত্র এমনভাবে দূষণের শিকার হচ্ছে যে তা এখন মাত্রা ছাড়া। কমানোর চেষ্টা হচ্ছে তা ঠিক। তবে এখনো যেতে হবে বহুদূর। মানুষকে এটা নিয়ে ভাবাতে হবে। তার আগে তাকে বিস্তারিত ভাবে বলতে হবে সমস্যাটা কি ও কতটা। তাঁরও যে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সাথে ওই দূষণের যোগ আছে সেটা বোঝাতে হবে।

মতিঃ এটা বাবু ঠিক। কথায় বলে পাগলেও আপন বুঝ বুঝেন আজ্ঞে।

অরিন্দমঃ ধরুন দুটো খুব নিরীহ প্রাণী। কচ্ছপ আর কাঁকড়া। গোটা ফুড চেন বা খাদ্যশৃঙ্খলে এদেরও অবদান আছে। বাবুল তুমি অলিভ রিডলে কচ্ছপের কথা শুনেছ ? উড়িষ্যার উপকূল পৃথিবীর সবচাইতে বড় বসতি এই জাতের কচ্ছপের। রুশিকুল্যা ও দেবী এই দুটো নদীর মোহানাতে গহিরমাথা। নভেম্বর মাস থেকে হাজার হাজার কচ্ছপ ডিম পাড়ার জন্য সমুদ্র থেকে গহিরমাথা বসতিতে আসে, ডিম পাড়ে আবার ঠিক সময় মতো লক্ষ লক্ষ ছানাপোনাসহ ফিরে যায়। লোভী পেটুক মানুষের জন্য এরা মুছে যাবার মতো হয়েছে আজ। আইন করে রিডলেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

অমলেশঃ আচ্ছা অরিন্দমবাবু এই ইলিশ মাছও তো এই একই দূষণের বা শিকার হচ্ছে লোভী পেটুক মানুষের জন্য কমে যাচ্ছে ?

অরিন্দমঃ অবশ্যই। সাধারণ জ্ঞান থেকেই আমরা জানি ইলিশ মিষ্টি জলে ডিম পাড়তে সমুদ্র থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের নদীগুলোতে প্রবেশ করে। আমাদের কেন বাংলাদেশেও। সেখানে ডিম পাড়ে তারপর ফিরে যায়। যারা ফেরে বা ঢোকে তারা বড় বড় সাইজের। ডিম থেকে যারা জন্মায় তারা বড় হবার জন্য সময় দরকার। ওই সময় আমরা দেব না। তার আগেই ধরবো। এটা ঠিক, নদীর জল তুলনামুলকভাবে লোনা হয়ে যাওয়া। এই একটা বড় কারণে ইলিশের ঝাঁক পশ্চিমবঙ্গের নদীতে ঢোকা কমেছে। তা হলেও বলব বাংলাদেশ যেমন ইলিশের পরিমাণ বাড়াবার উদ্যোগ কেবল নিয়েছে তাই নয়, তা করে দেখিয়েছে, আমরা তা কিন্তু করে উঠতে পারিনি।

বাবুলঃ কাকু, ধরুন ডাঙায় যেমন শব্দদূষণ হয় সমুদ্রের জলেও শব্দদূষণ হয় ? পুজোর কদিন তো কানের পর্দা ফাটবে।

মতিঃ ইটা খোকাবাবু ঠিক হলোনি। পুজো-পাব্বনে কেত্তনে এট্টু গান হবেনি, মাইক বাজবেনি, ই বিচারখান মানতি পারবনি।

অরিন্দমঃ মতি তুমি এতো বুঝদার লোক, তো এটা যে শব্দদূষণ করে তা তো মানবে। একটা মাত্রার মধ্যে সব কিছু থাকবে এটাই আসল কথা। যেসব পোর্ট থেকে বড় বড় প্যাসেঞ্জার বা মালবাহী জাহাজ ছাড়ে কী হৈ চৈ চব্বিশ ঘন্টা সেখনে হয় জানো ? ফলে শব্দদূষণ কেবল ডাঙার জীবের ওপর নয়, জলের প্রাণীদেরও ক্ষতি করে। এবার একটি জাহাজডুবির গল্প বলি। গল্প না সত্যি ঘটনা।

অমলেশঃ জাহাজডুবি না, আমরা বিরামপুর লাটে লঞ্চডুবি দেখেছি, তাই নারে মতি ?

অরিন্দমঃ না এটা জাহাজডুবি। মুম্বাইর কাছে, বছর ছয় আগে। ইন্দোনেশিয়া থেকে আসছিলো প্রায় ষাট হাজার মেট্রিক টন কয়লা পেটে ভরে। যাবে গুজরাত। সাথে তিনশ টন মতো স্বালানী আর পঞ্চাশ টন মতো ডিজেল তেলসহ। তো তিনি ডুবে গেলেন মুম্বাই থেকে কুড়ি নটিক্যাল মাইল দূরে। বলতো বাবুল এক নটিক্যাল মাইল সমান মোটামুটি কতো ?

বাবুলঃ (থেমে থেমে, ভেবে ভেবে) তা কাকু মোটামুটি এক হাজার আটশ পঞ্চাশ মিটার মতো। ঠিক বলেছি ?

অরিন্দমঃ পাক্কা বাবুলবাবু। এক মাইল প্লাস দুশ গজের মতো। ফলে, মুম্বাই থেকে রায়গড় অবধি আরব সাগরে তেল ছড়িয়ে গেলো। মুম্বাই সমুদ্র উপকূলের ম্যানগ্রোভের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ল। বরং বলা ভাল মুম্বাই সমুদ্র উপকূলীয় ম্যানগ্রোভের অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেলো।

অমলেশঃ বিরামপুর লাটের লঞ্চডুবি থেকেও আমরা তেল বার হয়ে জলে ভাসতে দেখেছি। তবে এতো দূষণের বিষয় মাথায় ওভাবে আসেনি। ব্যবসায়ী মানুষ আমি। লঞ্চের দাম, তেলের দাম, কতো বড় ক্ষতি হোল মালিক আনিসুর সাহেবের, ওসবই ভেবেছি।

মতিঃ বাবু একখান কতা কব ? (কারো উত্তর শোনা যাবেনা) বকখালি গে ফ্রেজারগঞ্জ জাহাজঘাটে যাতি হবেন। সবারে বুঝোয়ে কতি হবে কি সব্বনাশ করতিছে জনগনের।

(একটু হাসি সবার। অমলেশের কণ্ঠে শোনা যাবে)

অমলেশঃ সাবাস মতি, তোর বকখালির মায়ের আশীর্বাদে ডাকাত থেকে মোড়ল হয়ে সত্যি উন্নতি হয়েছে তোর।

[এই সময় পাশ দিয়ে এম ভি চিত্রলেখা নামে একটি বড় স্টিমার যাবে। সেভাবে সঙ্গীত পরিচালক শব্দ সৃষ্টি করবেন।]

বাবুলঃ (একটু উত্তেজিত হয়ে) ওই যে কাকু, ওই যে সুন্দরবন বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারের টুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে। থ্রি ডেজ, টু নাইটস।

অরিন্দমঃ তাই ? জানো বাবুল, এই রকম বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য বিশাল বিশাল জাহাজ আছে। মুম্বাই থেকে মালাবার, কোচি, গোয়া, আসামে ব্রহ্মপুত্র ক্রুইজ, আন্দামানে পোর্টব্লেয়ার থেকে রস আইল্যান্ড বা অন্য কোথায় যেন বড় বড় জাহাজে নিয়ে যায়। এইসব বেড়াতে যাবার জাহাজের বিরুদ্ধেও সমুদ্রদূষণের অভিযোগ আছে, কম করে এদের থেকে সম্ভাবনা তো অবশ্য আছে।

বাবুলঃ শুনেছি চিত্রলেখাতে প্লাস্টিকের খালি জলের বোতল জলে ফেলার নিয়ম নেই। ফিরে গঁদখালিতে তিন-চারশ বোতল বিক্রি করে দেয়। তবে টুরিস্টদের চানাচুরের, বিস্কুটের, সিগারেটের প্যাকেট আমি নিজে নদীতে ফেলতে দেখেছি কাকু।

অরিন্দমঃ এবার একটা বেশ সেনসিটিভ বা স্পর্শকাতর বিষয়। সেটা আমাদের পরমানবিক অস্ত্রশস্ত্র, পরমানু গবেষণা এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত। ডিফেন্স রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের বিরুদ্ধে এ আভিযোগ উঠেছে যে তাদের মিসাইল পরীক্ষার ফলে বঙ্গোপসাগরের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রকে, বিশেষ করে অলিভ রিডলে কচ্ছপের বাসস্থানকে বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পরমানু বর্জ্য এবং পারমানবিক মিসাইল সমুদ্রে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। এই সব অভিযোগই অবশ্য অস্বীকৃত হয়েছে। তবুও শঙ্কা একটা থেকে যায় বই কি।

অমলেশঃ তবে তো মশাই সব্বোনাশের মাথায় বাড়ি না কি ?

বাবুলঃ আইন করে এসব আটকানো যায় না ?

অরিন্দমঃ যায় বই কি। সবটা না হলেও বেশ কিছুটা। বাবুল তুমি খুব সুন্দর করে আমদের বায়োডাইভারসিটি বা জীববৈচিত্র এবং বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম বুঝিয়েছ। এবার আমরা বুঝবো বায়োস্ফিয়ার কি, কাকে বলব। ভারতের সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, তার সম্ভাবনা, বিপদ ও তাকে বাঁচাতে হলে কি করতে হবে বা কি করা হয়েছে, জানতে হলে বায়োস্ফিয়ার কি, কাকে বলব, সেটা একটু জানতে হবে। (বাবুলকে মাথা নাড়াতে দেখে) কি পারবে না ? পারবে পারবে। একটু ভাবলেই পারবে। (বাবুলকে চুপ থাকতে দেখে) আচ্ছা বেশ, এটা আমি বলছি। পৃথিবীতে অসংখ্য জীব আছে। ঠিক তো ? প্রত্যেকে অপরটি থেকে আলাদা। বুঝেছ ? এখন, একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবগুলো একই প্রজাতি আর একই প্রজাতির জীবগুলো মিলে একটি জীব জনসংখ্যা। পরিষ্কার ? এই জীব জনসংখ্যা একা একা থাকে না। কতগুলো জীব জনসংখ্যা একসাথে একটা জীবগোষ্ঠী বা কমিউনিটি। পৃথিবীতে .....

বাবুলঃ (অরিন্দমের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) এই সমস্ত জীবগোষ্ঠী পৃথিবীর যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বসবাস করে অর্থাৎ জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ - সব্বাই একসাথে জীবমণ্ডল বা বায়োস্ফিয়ার।

অরিন্দমঃ এগজ্যাক্টলি বাবুল। এখন ভারতের সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, তার সম্ভাবনা ও তার বিপদ মানে ভারতের সামুদ্রিক জীবমণ্ডল বা বায়োস্ফিয়ারের সম্ভাবনা ও তার বিপদ। ভারতের জীবমণ্ডলের ভালমন্দ ঠিকমতো দেখাশুনো করলে ভারতের সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র স্বাস্থ্যবান হবে। তো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অভিমত, জ্ঞান, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভারাতে আঠারটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ নির্দিষ্ট করেছি আমরা।

সুন্দরবন তার মধ্যে একটি। এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র রক্ষা করতে, তাকে বাঁচাতে ও তার সুস্থায়ী ব্যাবহার করবার দিশা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এটা একটা বড় পদক্ষেপ অবশ্যই।

অমলেশঃ (একটু গলা ঝেড়ে) কীরে মতি, একটু চা হবে, না স্টক শেষ ?

মতিঃ ইষ্টক কম, তবে একটুকুন করি হবানে দাদা। আনে দিতিছি।

[মতি চা আনতে যাবে। আনবে। চা খাবার শব্দ। নৌকোর ইঞ্জিনের শব্দ। একটা হালকা সুর বাজবে।]

বাবুলঃ কাকু এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ, ক্লাইমেট চেঞ্জ করে এত হৈ চৈ হচ্ছে তার সাথেও তো সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের উন্নতি অবনতি, বিপদ আপদের যোগ থাকতে পারে ? এভাবে আবহাওয়া উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে ?

অরিন্দমঃ অবশ্যই যোগ আছে। তবে বাবুল ক্লাইমেট আর আবহাওয়া কিন্তু এক নয়। ক্লাইমেট হচ্ছে জলবায়ু যা কোন স্থানের বহু বহু বছরের আবহাওয়া থেকে পাওয়া জ্ঞান। অন্যদিকে আবহাওয়া হল ওয়েদার যা আজ সকালের, বা কাল বিকেলের, বা তিন দিন পরের বা এক মাসের, কি সাত মাসের বা ধরো গত বছরের আবহাওয়ার জ্ঞান। ক্লিয়ার ?

বাবুলঃ তো এখন ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে কি ?

অরিন্দমঃ অনেকে অনেক সংজ্ঞা দেন। মোটামুটি আমরা বুঝে নিতে পারি এভাবে যে, গোটা পৃথিবীর জলবায়ুর যে একটা সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আমাদের ঝুলিতে আছে তার সাথে কিছু কিছু মিলছে না আর। পালটেছে। চেঞ্জ হয়েছে। সেই অমিল মানুষের জন্য হতে পারে, তার বেহিসাবী কাজের কারণে হতে পারে, তার লোভের কারণে হতে পারে। আবার প্রকৃতিতে প্রাকৃতিক কারনেই কিছু পরিবর্তন হচ্ছে তাও হতে পারে।

মতিঃ গেরোর আর শেষ নেই বাবু।

অরিন্দমঃ জলবায়ুর খামখেয়ালীপনাতে সমুদ্র এবং সমুদ্র উপকূলীয় পরিবেশ খুব ভোগে। আর সেই খামখেয়ালীতে যাতে সেখানকার জীবমণ্ডলের অধিবাসিদের ক্ষতি না-হয় সেজন্য নিয়মিত খোঁজ-খবরের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত জায়গাতে জানানোর এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয়ে সাবধানী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অন্য দেশের সহযোগিতা নেওয়া হয়।

বাবুলঃ এসব সমস্যাতো অন্যদেরও আছে তাই না ? তাঁরা কি ভাবছে বা করছে ?

অমলেশঃ (খানিকটা হতাশ সুরে) কী আর করছে ? দুবেলা ঝগড়া করছে !

অরিন্দমঃ না, না, সেতো কিছুটা সত্যি হলেও এইসব বিষয়ে কিন্তু পুরো সহযোগিতা করে সবাই। বাবুল কে কে আমাদের প্রতিবেশী যাঁদের সমুদ্র উপকূল আছে ?

বাবুলঃ কেন, পাকিস্থান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ আর মায়নামার ?

অরিন্দমঃ তিনটি বাদ গেল যে। ওমান, মালদ্বীপ আর থাইল্যান্ড। তা এই সাতটি দেশের সাথে আমাদের ওসব বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ আছে। এই যে সাইক্লোনদের আয়লা, সিডার নাম ডাকা হয়, তা কেন ? আমরা আটটি দেশ বসে ওই নামগুলো ঠিক করেছি। প্রত্যেকে আটটা করে নাম বলেছে। মোট চৌষট্টিটা নাম। সাইক্লোন এলে ওই লিস্টি থেকে পর পর একটা করে তার নাম দেওয়া হয়।

মতিঃ দ্যাখ দিকি কি বেবস্তা ! ছেইল্যা মেইয়ার নামের মতো ছাইকোলেনেরো নাম ? তা বাবু ওই আয়লা নামখান কেডা দিলে ?

অরিন্দমঃ খুব সম্ভবত মালদ্বীপ। ভারত দিয়েছে আকাশ, মেঘ, অগ্নি এই রকম। পাকিস্থান দিয়েছে ফানুস, নার্গিস। শ্রীলঙ্কার দেওয়া নামও বেশ সুন্দর, মালা, প্রিয়া এরকম। সব মনে নেই। তাহলে এটা বোঝা গেল যে সব বাস্তুতন্ত্র, যার সাথে সমুদ্রের যোগ আছে, তাদের সাথে আমদের প্রতিবেশীদেরও স্বার্থ জড়িত এবং আমরা সবাই একসাথে কাজ করছি বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষত রাখতে, জীববৈচিত্রকে বাঁচাতে।

মতিঃ (খুবই শ্রদ্ধার সাথে) বাবু একখান কতা কই ? কিছু মনে করতি পারবেন নি।

অরিন্দমঃ বলো, বলো। মনে করবো কেন ?

মতিঃ (একটু কিন্তু কিন্তু করে) না বাবু গভীর কিছু না। আপনে কি কি জানেন না আজ্ঞে ?

[সবাই হেসে ওঠে]

অমলেশঃ ওরে ব্যাটা, তোর বকথালিতে একখান চিঠি দিতেই হচ্ছে।

অরিন্দমঃ (অপ্রস্তুত স্বরে) আরে দেখ কাণ্ড। জানার কি কোন শেষ আছে ভাই ? তাছাড়া তোমাদের খোকাবাবুও কতো জানে দেখবে ? বাবুল, আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম সেটা মাথায় রেখে এবং এর বাইরে স্কুলের বইতে যা পড়েছ সব মিলিয়ে বলতো ভারতের মেরিন ইকোসিস্টেমকে রক্ষা করতে হলে জরুরী ভিত্তিতে আমদের কি কি করতে হবে ?

বাবুলঃ (প্রথমে একটু থেমে থেমে বলবে, তারপর জড়তা কাটিয়ে সাবলীলভাবে) যেহেতু জীববৈচিত্র বাস্তুতন্ত্রেরই অঙ্গ সেই কারণে বলব নদীগুলোতে মিষ্টি জলের প্রবাহ বাড়াতে হবে কারণ অতিরিক্ত লোনা জলে জলজ প্রাণী বাঁচে না, নদীগুলোতে কারণে-অকারণে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে পরিণাম না-ভেবে, তা করলে চলবে না। মাছের পোনা বেহিসেবীভাবে তুলে নেওয়া বন্ধ করতে হবে, সমুদ্রের তটভূমির ক্ষয় রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে, সমুদ্র থেকে অবিবেচকের মতো, মানুষের প্রয়োজনে হলেও, হিসেব ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে সমুদ্রে দূষণ ঘটাচ্ছি, এটা বন্ধ করতে হবে। নদীর নাব্যতা রক্ষা করতে গিয়ে সমুদ্রে ড্রেজিং করা বালি মাটি ফেলে সমুদ্রের জলজ প্রাণীর প্রাণসংশয় ঘটাচ্ছি। ওটা বিষয়ে সাবধান হতে হবে।

অরিন্দমঃ ওয়েল, ওয়েল, এগিয়ে যাও।

বাবুলঃ কলকারখানার, শহরের প্লাস্টিকসহ সব আবর্জনা সমুদ্রে ফেলা দূষণের কারণ, তা বন্ধ করতে হবে। মানুষ তাঁর আনন্দের জন্য, সমুদ্রে বেড়াতে গিয়ে জাহাজের জাহাজ ও তার যাত্রীরা দূষণ ঘটাচ্ছে, আমোদের জন্য, স্ফূর্তির জন্য লেগুনে নৌকোবিহার করে, লেগুনের অংশ বুজিয়ে জনপদের বিস্তার ঘটিয়ে, কোন কিছুর পরোয়া না করে অপরিকল্পিত ভাবে বেহিসাবি মাছ ধরে বা মাছের চাষ করে, লেগুনের দূষণ ঘটাচ্ছে। এখানেও প্রয়োজনীয় নিষেধের নিয়ম লাগু করতে হবে।

অরিন্দমঃ সুন্দর বলেছ। তবে একটু ভেবে দেখলে আমরা দেখব বেশীর ভাগ দূষণের পেছনে একজনের উপস্থিতি। কে সে ?

অমলেশঃ এটা আমি বলব। মানুষ, মানুষই এই সবের জন্য, সবটা না হলেও বেশীর ভাগ দূষণের জন্য দায়ী। আর দায়ী যখন তখন ফলভোগ তাকেই করতে হবে। তাই না ?

অরিন্দমঃ (একটু আবেগ মিশিয়ে) খুব দুঃখের হলেও কথাটা একশ ভাগ সত্যি অমলেশবাবু। একবার একটা সেমিনারে গিয়েছি। একজন খুব সিনিয়র অধ্যাপক প্রিসাইড করছেন। ভূগোল পড়িয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বক্তারা নানান দূষণের নানান বৈজ্ঞানিক পথে প্রতিকারের কথা বললেন প্রায় তিন ঘন্টা ধরে। অত গুরুগম্ভীর কথা অত সময় ধরে শুনে একটু ক্লান্তি এসেছে। তখন স্যার উঠলেন। সভাপতির ভাষণ। বললেন, আমার ছাত্ররা সব কথা ঠিক ঠিক বলেছেন। আমি শুধু বলব মানুষের চৈতন্য উদয় হোক। তারপর শুরু করলেন একটা করে দূষণের কারণ। হেতু মানুষের চৈতন্যের অভাব। লোভ, তা অর্থের বা ভোগবিলাসের। থামলেন একঘন্টা পরে। সভা নিস্তব্ধ।

[পাশ দিয়ে একটা লঞ্চ লম্বা ভোঁ ভোঁ ভেপু বাজিয়ে এগিয়ে যাবে। সবাই চুপ]

মতিঃ দাদা, ঘাট তো আসতেছে। যাই মালপত্তর এট্টু গুছোয়ে নিতি হবেন।

অমলেশঃ (মতিকে উদ্দেশ্য করে) যা গুছিয়ে নে সব। হ্যাঁরে, দুটো ভালো জোয়ান লোক জোগাড় করতে পারবি? (এবার অরিন্দমকে উদ্দেশ্য করে) বুঝলেন মশাই, আমি ব্যবসায়ী মানুষ। টাকার লাভ ক্ষতি বুঝি। তবে মানুষের প্রাণের দামও বুঝি। (মতিকে উদ্দেশ্য করে আবার) নৌকো থেকে মেশিন খুলে গঁদখালিতে বেচে দেব। কাশিম তো আছেই। আরও দুটো মাঝি হলেই চলবে। কীরে চলবে না ? হাঁ করে কী দেখছিস। যা গুছিয়ে নে সব।

[মতি ছইয়ের ভেতর চলে যাবে]

অরিন্দমঃ খুউব খুসি হলাম। তা বাবুলবাবু তুমি কী করবে ?

বাবুলঃ আচ্ছা কাকু আমরা স্কুলে কিছু করতে পারি না ?

অরিন্দমঃ অবশ্যই পারো। বিরামপুর লাটেও পারো। তোমার বন্ধুদের নিয়ে বাদাবনের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে, তার বিপদ নিয়ে আলোচনা করতে পারো, প্রচার করতে পারো। হয়তো প্রথম প্রথম তেমন সাড়া পাবেনা। লেগে থাকতে হবে। ধীরে ধীরে মানুষ সচেতন হবে, সচেতনতার মাত্রা বাড়বে। দল ভারী হবে। এমন একদিন আসবে যখন দেখবে বিরামপুর লাটে কেউ আর প্লাস্টিক ব্যবহার করছে না বা ঘাটে একটুকরো প্লাস্টিক ভাসছে না। এবং বিরামপুর লাটে আর ঘাটে সেইদিনে পৌঁছনোটাই .....

বাবুলঃ (অরিন্দমের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) আমাদের চ্যালেঞ্জ কাকু।

[একটা উদ্দীপনার সুর বেজে উঠবে]